বাজেটে গরিব শিক্ষা

আলমগীর খান

রাষ্ট্র মানুষকে যেসব সেবা দিয়ে থাকে, শিক্ষা তার মধ্যে অন্যতম। বড়লোকরা রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী না হয়েও শিক্ষাসহ বিভিন্ন সেবা পয়সা দিয়ে কিনে নিতে পারে। যার যত পয়সা, সে তত ভালো সেবা কিনতে পায়। সেবা দেশে পাওয়া না গেলে যাদের সামর্থ্য আছে তারা বিদেশ থেকে কিনে নিতে পারে। যে যত বড়লোক সেবা প্রদানে সে রাষ্ট্রের ভূমিকা তত কম দেখতে চায়। আরেকটা মজার ব্যাপার হলো, রাষ্ট্রও তাদের বিনা পয়সার সেবা দিতে বেশি তৎপর থাকে এবং সেবা আদায় করে নিতেও তারাই বেশি সক্ষম। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষ রাষ্ট্রের কাছ থেকে সেবা পেয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদিতে বড়লোকের সমান হয়ে গেলে, জীবনে খেলার মাঠে তার সমকক্ষ প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়, এতে তার জীবনে নানা ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বেড়ে যায়। শত শত অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক বিজ্ঞানের মোড়কে বড়লোক ও তাদের তাঁবেদাররা রাষ্ট্রের ভূমিকা কম করে প্রতিভা মূল্যায়নের নামে ব্যক্তির ভূমিকা বাড়ানোর ঢাকঢোল পেটায়। জাতীয় বাজেটে এ ইচ্ছার নগ্ন প্রকাশ দেখা যায়। যেহেতু আমাদের সব সরকারই বড়লোকের, আমাদের বাজেটেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ নেই।

যেখানে দেশের বেশিরভাগ মানুষ গরিব, অনেকে সীমাহীন গরিব– মানে দারিদ্র্যসীমার নিচে– সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদিতে যাতে তারা এগিয়ে যেতে পারে এরকম জাতীয় পরিকল্পনা প্রয়োজন। বাজেটে শিক্ষা খাতে কিভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা দেখে বোঝা যায়, সরকার আসলে কাদেরকে শিক্ষাসেবা দিতে চায়। গরিবদের বঞ্চিত করার অন্যতম রাষ্ট্রীয় কৌশল কোন সেবাকে পণ্য করে তোলা। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও নোট-গাইড বই, কোচিং সেন্টার, স্কুল থেকে দেয়া 'বাড়ির কাজ', গৃহশিক্ষকতা, প্রশ্নপত্র ফাঁস, নানা কিসিমের দুর্নীতি ইত্যাদি দেখে সহজেই বোঝা যায় শিক্ষা এদেশে কি রকম একটি লাভজনক ব্যবসা। স্বাস্থ্যসেবা আজকের বাজারে আরেকটি ভালো পণ্য। বছর বছর জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি ও বাস্তবায়নের যে ধারাবাহিকতায় এ অবস্থা তৈরি হয়েছে তাতে সরকার ভেদে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা আছে তা শুধু পরিমাণে ও মাত্রায় কম বা বেশি। আমাদের অর্থমন্ত্রী গত ক বছর ধরে যে বাজেট পেশ করছেন তাতে শিক্ষা খাতের যে অবস্থা তা আমূল পরিবর্তনের কোন ইচ্ছা কখনোই থাকে না। এবারও ভিন্ন কিছু আশা করা অন্যায় হতো। ভিন্ন কিছু তো নেইই, এবার শিক্ষা খাতে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ব্যয় আরও কমেছে।

এ বছর বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ১৭ হাজার ১০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা চলতি অর্থবছরের বরাদ্দের চেয়ে ১ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা বেশি। আর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এবার ১৪ হাজার ৫০২ কোটি টাকা বরাদ্দ যা চলতি অর্থবছরের বরাদ্দের কোটি টাকা বেশি। তবে মো মোট জাতীয় আয় (জিডিপি) এই বেশিটা যে কি রকম ফ পড়ে। উক্ত দুটি মন্ত্রণালয় পেয়েছে মোট বাজেটের ১০.৭ জিডিপির ১.৮ শতাংশ। গত ব ছিল মোট বাজেটের ১১.৭ জিডিপির ২ শতাংশ।

মোট বাজেট ও জিডিপির তু খাতে বরাদ্দ কমলে মানবসম্প সবচেয়ে ভাল উপায় বিঘ্নিত হ তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নি ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ ক ২০১৮ সাল নাগাদ প্রাথমিক শি শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণের নিয়েছি। শতভাগ ভর্তির রাখতে... স্কুল ফিডিং কার্য করেছি।' শিক্ষার মান যে এ নেমে গেছে সে বিষয়ে নতুন কিছু নেই। আর প্রাথমিক ও নি শ্রেণীর বয়সোপযোগী যে ৫৬ এখনো স্কুলের বাইরে দিনাতিপ তাদের সামনে এই আত্মতৃ মানাবে?

২০১৪ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত 'গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ অফ-স্কুল চিলড্রেন' শীর্ষক এ একটি সুপারিশ হলো, 'মৌলি